23-01-2024 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি ''বাপদাদা'' মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যেমন সুইট্ এর পাহাড়, সেইরকম বাচ্চারা, তোমাদেরকেও সুইট্ বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে মোস্ট সুইট্ হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - এখন তোমরা কোন্ বিধিতে নিজেদেরকে সেফ করে সব কিছুকেও সেফ করে নাও?

*উত্তরঃ - তোমরা বলো - বাবা দেহ সহ আমাদের খড়কুটোর মত সামান্যতমও যাকিছু আছে, সেই সবকিছু তোমাকে দিয়ে দেবো আর তোমার থেকে আবার ভবিষ্যতে অর্থাৎ সত্যযুগে নেবো। এতে তোমরা যেন সেফ হয়ে গেলে। সব কিছু বাবার সিন্দুকে সেফ করে দাও। এ হলো শিববাবার সেফ্টি ব্যাঙ্ক। তোমরা বাবার সেফ এ থেকে অমর হয়ে ওঠো। তোমরা মৃত্যুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। শিববাবার হলে তো সেফ হয়ে গেলে। আর কেবল উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের পুরুষোত্তম মুখ দেখতে পাও? পুরুষোত্তম পোশাক দেখতে পাও? (দেখতে পেলে) বুঝতে হবে যে আমরা ভবিষ্যতে নতুন সত্যযুগী দুনিয়াতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের বংশাবলীতে যাবো অর্থাৎ সুখধামে যাবো বা পুরুষোত্তম হবো। স্টুডেন্ট যখন পড়াশুনা করে তখন তার বুদ্ধিতে থাকে আমি অমুক হবো। তোমরাও জানো যে তোমরা বিষ্ণুর রাজবংশী হবে কেননা বিষ্ণুর দুই রূপ হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ। এখন তোমাদের বুদ্ধি অলৌকিক, আর কারো বুদ্ধিতে এই কথা থাকবে না এখানে তোমরা জানো যে আমরা সত্য বাবা, শিববাবার সাথে বসে আছি। উচ্চতম-র চেয়েও উচ্চ বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। উনি হলেন মোস্ট সুইটেস্ট। এই সুইটেস্ট বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে, কেননা বাবা বলেন বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করলে তো তোমরা এমন পুরুষোত্তম হবে আর জ্ঞান রত্ন ধারণ করলে তোমরা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য পদ্মা পদমপতি হবে। বাবা এমনই বরদান দেন। মিষ্টি মিষ্টি সজনীদের বা মিষ্টি মিষ্টি সুযোগ্য বাচ্চাদের বরদান প্রাপ্ত হবে।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের দেখে বাবা খুশী হন। বাচ্চারা জানে এই নাটকে সবাই নিজেদের পার্ট প্লে করছে। অসীম জগতের বাবাও এই অসীম জগতের ড্রামাতে তোমাদের সম্মুখে উপস্থিতির ভূমিকা পালন করছেন। সুইটেস্ট বাবা, সুইট বাবার সুইট বাচ্চাদের চোখের সামনে থাকেন । আত্মা এই শরীরের অরগ্যান্সের দ্বারা একে অপরকে দেখে। তোমরা তো হলে সুইট্ চিল্ড্রেন। বাবা জানেন যে আমি বাচ্চাদের খুবই সুইট বানাতে আসি। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো হলেন মোস্ট সুইট্ তাই না ! যেমন এদের রাজধানী সুইট, তেমনি এদের প্রজাও হলো সুইট। যখন মন্দিরে যাও তখন এই দেব-দেবীর মূর্তি কত সুইট্ দেখতে পাও। কোথাও মন্দির হলে তো আমাদের সুইট্ দেবী-দেবতাদের দর্শন হয়। দর্শনার্থীরা ভাবে তারা (দেবী-দেবতারা) এখানে সুইট স্বর্গের মালিক ছিলেন। শিবের মন্দিরেও কত শত-শত মানুষ যায়, কারণ তিনি খুবই সুইটেস্ট থেকেও সুইটেস্ট। সেই শিববাবার অনেক মহিমা করা হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরও অত্যন্ত মোস্ট সুইট্ হতে হবে। বাচ্চারা সুইট্ থেকে সুইট্ বাবা তোমাদের সামনে বসে আছেন। তিনি হলেন গুপ্ত । এঁনার মতো সুইট আর কেউই হতে পারে না। বাবা যেন সুইটের পাহাড়। সুইট বাবা এসে এই তিক্ত দুনিয়াকে বদলে সুইট করছেন। বাচ্চারা জানে সুইটেস্ট বাবা আমাদের মোস্ট সুইটেস্ট করে তোলেন । একদম বাবার সমান গড়ে তোলেন। যে যেমন সেরকমই তো গড়বেন। তাই ঐরকম সুইটেস্ট হওয়ার জন্য সুইট বাবা আর সুইট উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে।

বাবা বাচ্চাদেরকে বারংবার বলেন মিষ্টি বাচ্চারা নিজেকে অশরীরী মনে করে আমাকে স্মরণ করলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি স্মরণের দ্বারাই তোমাদের সব দুঃখ-যন্ত্রণার সমাপ্তি হবে। তোমরা এভার হেল্দি, এভার ওয়েল্দি হবে। তোমরা মোস্ট সুইট হয়ে যাবে। আত্মা সুইট্ হলে শরীরও সুইট্ হয়ে উঠবে । বাচ্চাদের এই নেশা থাকতে হবে, আমরা মোস্ট বিলভড বাবার বাচ্চা, আমাদের বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। ভীষণ মিষ্টি-মিষ্টি বাবা আমাদের ভীষণ সুইট করে তোলেন। মোস্ট বিলাভড বাবা বলেন তোমাদের মুখ থেকে সর্বদা রত্ন নির্গত হওয়া চাই। কোনো তিক্ত বা পাথরের মতো কঠিন কথা বলা উচিত নয়। যত সুইট্ হবে ততই বাবার নাম সুখ্যাত করবে। তোমরা বাচ্চারা বাবাকে ফলো করলে তোমাদেরকেও অন্যরা সবাই ফলো করবে।

বাবা তো তোমাদের টিচারও । তাই টিচার অবশ্যই বাচ্চাদের শিক্ষা দেবেন যে বাচ্চারা রোজ নিজেদের স্মরণের চার্ট

রাখো, যেমন করে ব্যবসায়ীরা রাত্রে হিসেবের খাতা মেলায়। তোমরা যেন ব্যবসায়ী, বাবার সাথে কত বড় ব্যবসা করছো। যত বেশী বাবাকে স্মরণ করবে বাবার থেকে ততই অফুরন্ত সুখ প্রাপ্ত করবে, সতোপ্রধান হবে। প্রতিদিন নিজেকে নিরীক্ষণ করো। নারদকে যেমন বলা হয়েছিল আয়নায় নিজের মুখ দেখো যে তুমি লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য কিনা। তোমাদেরও দেখতে হবে যে আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো সুযোগ্য হয়েছি কি না। আমাদের মধ্যে কি কি দুর্বলতা আছে, কারণ তোমাদের পারফেক্ট হতে হবে। বাবা আসেনই তোমাদের পারফেক্ট বানানোর জন্য। তাই সততার সাথে নিজেদের নিরীক্ষণ করতে হবে - নিজেদের মধ্যে কি কি দুর্বলতা আছে, যার মাধ্যমে তুমি বুঝতে পারবে কোন্ কারণে তুমি উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা সর্বক্ষণ এই ভূত (বিকার) তাড়ানোর যুক্তি বলে দিচ্ছেন। বাবা বসে সমস্ত আত্মাদের দেখছেন, কারোর কোনো দুর্বলতা দেখলে তাকে কারেন্ট প্রদান করেন যাতে তার বিঘ্ন সরে যায়। যত বাবার সহযোগী হয়ে বাবার মহিমা করতে থাকবে ততই এই ভূত(বিকার) পালাতে থাকবে আর তোমরা খুব খুশীতে থাকবে। সেইজন্য নিজেদের সম্পূর্ণ নিরীক্ষণ করতে হবে- সারাদিনে মনসা, বাচা, কর্মণাতে কাউকে দুঃখ দিইনি তো? সাক্ষী হয়ে নিজের আচার আচরণ দেখতে হবে, অন্যদের আচার আচরণও দেখতে পারো কিন্তু প্রথমে নিজেকে দেখতে হবে। শুধু অন্যকে দেখলে নিজেরটা ভুলে যাবে। প্রত্যেককে নিজের সার্ভিস করতে হবে। অন্য কারোর সার্ভিস করা মানে নিজের সার্ভিস করা। তোমরা শিববাবার সার্ভিস করো না। শিববাবা তো সার্ভিস করতে এসেছেন তাই না।

তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা হলে অত্যন্ত ভ্যালুয়েবেল, যেন শিববাবার ব্যাঙ্কে সেফ্টিতে বসে আছো। তোমরা বাবার সেফ এ থেকে অমর হয়ে ওঠো। তোমরা মৃত্যুর ওপর বিজয় প্রাপ্ত করো। শিববাবার হয়ে গেলে তো সেফ হয়ে গেলে। তা সত্ত্বেও উঁচু পদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। দুনিয়াতে মানুষের কাছে যতই ধন দৌলত থাক না কেন সে সবই শেষ হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের কাছে তো এখন কিছুই নেই, এই দেহও নেই। এই দেহও বাবাকে দিয়ে দাও। যার কাছে কিছুই নেই তার কাছে যেন সবকিছুই আছে। তোমরা অসীম জগতের বাবার সাথে লেন-দেন করছো ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য। তোমরা বলো বাবা দেহ সহ তুচ্ছ যা কিছু আছে সবই তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি আর তোমার থেকে আবার ভবিষ্যতে অর্থাৎ সত্যযুগে সব কিছু নেব। তোমরা এইভাবে সেফ হয়ে গেলে। সবকিছু বাবার সিন্দুকে সেফ হয়ে গেলো। বাচ্চারা, তোমাদের ভিতরে কত খুশী থাকা চাই, আর অল্প সময় বাকী আছে, আবার আমরা নিজেদের রাজধানীতে যাবো। তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলো, বাঃ আমরা তো অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। এভার হেল্দি ওয়েল্দি হচ্ছি। আমাদের সব মনোস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে।

বাবা বোঝান, মিষ্টি বাচ্চারা এখন দেহী-অভিমানী হও। যোগের শক্তিতে তোমরা কাউকে সামান্য বোঝালে শীঘ্রই তার তীর বিঁধবে। কারো তীর লাগলে একদম মূর্ছিত হয়ে যায়। প্রথমে মূর্ছিত হয় তারপর বাবার হয়। বাবাকে ভালবেসে স্মরণ করলে বাবাও কাছে টেনে নেন। কেউ কেউ তো স্মরণ করেই না। বাবার দয়া হয়, তবুও বলেন বাচ্চারা উন্নতি করো, প্রথম নম্বরে এসো। যত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে ততই বাবার কাছে আসবে আর ততই অপার সুখ প্রাপ্ত হবে। পতিত-পাবন তো হলেন এক বাবা-ই, সেইজন্য এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। শুধু মাত্র এক বাবাকেই নয়, তার সাথে আবার সুইট্ হোমকেও স্মরণ করতে হবে। শুধু সুইট হোমকেই নয়, ধন- সম্পদও তো চাই, সেইজন্য স্বর্গ- ধামকেও স্মরণ করতে হবে। অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। বাচ্চাদের যতটা সম্ভব অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে হবে। অতিরিক্ত বলো না, শান্ত হয়ে থাক। বাবা বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেন মিষ্টি বাচ্চারা অশান্তির বিস্তার করো'না। নিজের ঘর গৃহস্থে থেকেও অনেক শান্তিতে থাক। অন্তর্মুখী হয়ে থাক। অতি মধুর ভাবে কথা বলো। কাউকে দুঃখ দিও না। ক্রোধ কোরো না। ক্রোধের ভূত থাকলে স্মরণে থাকতে পারবে না। বাবা কত মধুর, তাই বাচ্চাদেরও বোঝান, বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করো না। বহির্মুখী হয়ো না, অন্তর্মুখী হও।

বাবা কতো লাভলী পিওর। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও নিজের সমান পিওর করে তোলেন। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই অপরিসীম লভলী হয়ে উঠবে। দেবতারা কত লভলী যে এখনো তাদের জড় চিত্রকে পূজা করা হয়। তাই বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের আবার এইরকম লভলী হতে হবে। কোনো দেহধারী, কোনো বস্তু যেন স্মরণে না আসে। এতো ভালবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, ব্যস্ যেন বসে-বসে প্রেমের অশ্রু বইতে থাকবে। বাবা, ও মিষ্টি বাবা, তোমার কাছ থেকে তো আমার সব কিছুই প্রাপ্ত করা হয়ে গেছে। বাবা তুমি আমাদের কত লভলী করে তুলছো। আত্মা লাভলী হয়ে ওঠে, তাই না! যেমন বাবা হলেন অত্যন্ত লভলী পিওর, তেমন পিওর হতে হবে। অনেক ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা তুমি ছাড়া আমাদের সামনে দ্বিতীয় কেউ আসবে না। বাবার মতো সুন্দর কেউই নয়। প্রত্যেকেই সেই এক প্রীতমের প্রিয়তমা হয়ে ওঠে। তাই সেই প্রিয়তমকে খুবই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেছেন লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকারা

কেউই একসঙ্গে থাকে না, একে অপরকে একবার দেখে নিলো, ব্যস্ । তাই বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, একমাত্র মামেকম্ স্মরণ করলে তোমাদের জীবন তরী পার হয়ে যাবে। যেরকম মিষ্টি বাবার দ্বারা আমরা হীরে তুল্য হয়ে উঠছি, এই রকম বাবার সাথে আমাদের কতখানি ভালোবাসা আছে ! খুবই ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করে ভিতরে রোমাঞ্চ অনুভূত হওয়া উচিত। যাই ডিফেক্ট থাকুক, সেটা সরিয়ে পিওর ডায়মন্ড হতে হবে। যদি সামান্যতমও খাঁটি কম হয় তবে ভ্যালু কমে যাবে। নিজেকে খুবই ভ্যালুয়েবল হীরে তৈরী করতে হবে। বাবার স্মরণে থাকার জন্য যেন মন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে । ভুলে গেলে চলবে না বরং আরো বেশী স্মরণে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হবে। "বাবা-বাবা" বলে একদম স্থির শান্ত শীতল হয়ে যেতে হবে। বাবার থেকে কত বিশাল পরিমাণে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়।

তোমরা বাচ্চারা এখন নিজের দৈবী রাজধানী স্থাপনা করছ, পুরুষার্থ তো সবাই করে। যে বেশী পুরুষার্থ করে সে বেশী পুরস্কৃত হয়। এটাই হল নিয়ম । স্থাপনার কাজ চলছে। একে দৈবী রাজধানীই বলো বা বাগানই বলো, বাগানেও নম্বর অনুযায়ী ফুল হয়। কোনো বাগানে তো ফার্স্ট ক্লাস ফল হয়, কোনটায় অল্প ফল হয়। এটাও তেমনই। কল্প পূর্বে যেমন মধুর হয়েছ, সুগন্ধিতও হয়েছ, তা নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। ভ্যারাইটি ফুল আছে। বাচ্চারা সুনিশ্চিত যে অসীম জগতের বাবার দ্বারা আমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছি। স্বর্গের মালিক হলে অনেক খুশী থাকে। তাই বাবা বসে বাচ্চাদের দেখেন। মালিকের নজর তো ঘরের দিকেই থাকে। তিনি দেখতে থাকেন তোমাদের কি-কি গুণ আছে, কি-কি অবগুণ আছে। বাচ্চারাও জানে, সেইজন্য বাবা বলেন, নিজের দুর্বলতা নিজেই লেখো। সম্পূর্ণতা তো কেউ প্রাপ্ত করেনি, হ্যাঁ- করবে। কল্প-কল্প করেছে। বাবা বোঝান- মুখ্য দুর্বলতা হল দেহ- অভিমান। দেহ-অভিমান খুবই পীড়া-দায়ক। স্থিতিকে এগোতে দেয় না। এই দেহকেও ভুলে যেতে হবে। এই পুরানো শরীর ছেড়ে যেতে হবে। দৈবীগুণও এখানেই ধারণ করে যেতে হবে। ফিরে যেতে হবে, তাই কোনো দোষ-ত্রুটি থাকা চলবে না। তোমরা তো হীরে হবে। কি-কি ফ্ল (দোষ-ত্রুটি, flaw) আছে সেটা তো জানো। স্থূল হীরেতেও ফ্ল থাকে, কিন্তু জড় পদার্থ বলে ওর ত্রুটি সরানো যাবে না, তখন সেটা কেটে ফেলতে হবে। তোমরা তো হলে চৈতন্য হীরে। তাই যে ফ্ল থাকুক তা একেবারে বের করে শেষ পর্যন্ত ফ্ল-লেস্ হতে হবে। যদি দোষ-ত্রুটি না সরাও তবে ভ্যালু কমে যাবে। তোমরা চৈতন্য হওয়ার কারণে দোষ-ত্রুটি নির্মূল করে দিতে পারো। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) যতটা সম্ভব অন্তর্মুখী হয়ে, শান্ত থাকতে হবে, বেশী কথা বলবে না। অশান্তি ছড়াবে না। অত্যন্ত মধুর ভাবে মধুর বোল বলতে হবে, কাউকে দুঃখ দেবে না, ক্রোধ করবে না। বর্হিমুখী হয়ে বুদ্ধিকে এদিক-ওদিকে উদ্ভ্রান্ত করবে না।

২) পারফেক্ট হওয়ার জন্য সততার সাথে নিজের নিরীক্ষণ করতে হবে যে আমার মধ্যে কি কি দুর্বলতা আছে? সাক্ষী হয়ে নিজের আচার আচরণকে দেখতে হবে। ভূতেদের(বিকার) তাড়ানোর যুক্তি তৈরী করতে হবে।

বরদানঃ- প্রকৃতির দ্বারা আগত পরিস্থিতিগুলির উপর বিজয় প্রাপ্তকারী পুরুষোত্তম আত্মা ভব

ব্রাহ্মণ আত্মারা হলো পুরুষোত্তম আত্মা। প্রকৃতি হলো পুরুষোত্তম আত্মাদের দাসী। পুরুষোত্তম আত্মাদেরকে প্রকৃতি প্রভাবিত করতে পারবে না। তো চেক করো প্রকৃতির দোলাচল নিজের দিকে আকর্ষণ তো করছে না? প্রকৃতি সাধন আর স্যালবেশনের রূপে প্রভাবিত তো করছে না? যোগী বা প্রয়োগী আত্মার সাধনার সামনে সাধন স্বতঃই আসতে থাকবে। সাধন সাধনার আধার নয়, পরিবর্তে সাধনা সাধনকে আধার বানিয়ে দেয়।

স্লোগানঃ- জ্ঞানের অর্থ হলো অনুভব করা আর অন্যদেরকে অনুভবী বানানো।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

সর্বদা নিজেকে ডবল লাইট মনে করে সেবা করতে থাকো। যত সেবাতে হালকা থাকবে ততই সহজে উড়তে থাকবে আর অন্যদেরকেও ওড়াতে থাকবে। ডবল লাইট হয়ে সেবা করা, স্মরণে থেকে সেবা করা, এটাই হল সফলতার আধার। যতই

আওয়াজ আর যতই তমোগুণী বাতাবরণ হোক না কেন, সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা ওয়েস্ট (ব্যর্থ) সমাপ্ত হওয়ার কারণে বেষ্ট (শ্রেষ্ঠ) স্থিতিতে স্থিত হওয়ার ফলে সদা রেস্ট (আরাম) এর অনুভব করতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;